তারিখ ২৭/১০/২০০০
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

দৈনিক ইনকিলাব

৭৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও জালিয়াতির আশঙ্কা

আবদুল মালেক ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কারণে ব্যাপক অনিয়ম ও জালিয়াতির আশঙ্কা রয়েছে। এসএসসি/এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের ভর্তির সুযোগ এ বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এই সুযোগে বিপুলসংখ্যক তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী অনার্সে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে। ২টি ইনস্টিটিউটসহ ৩৪টি বিভাগের ২৩ শতাধিক আসনে ভর্তির জন্য ইতিমধ্যে প্রায় ৩০ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে বলে জানা গেছে। আবেদনপত্র সংগ্রহ ও সংগৃহীত আবেদনপত্র জমা দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহের শেষ দিন আগামী রবিবার। আগামী ৭ নভেম্বর থেকে সেখানে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে।

এই বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে রচনা পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের ৩ ঘণ্টার পরীক্ষা হতো। সে ক্ষেত্রে এ বছর অনুষ্ঠিত হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের এক ঘণ্টার পরীক্ষা এক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রের স্থলে এক পৃষ্ঠার একটি পৃথক উত্তরপত্র থাকবে। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন উত্তরের বৃত্তগুলো কালো কালি দ্বারা ভরাট করতে হবে। এই উত্তরপত্র কম্পিউটারে মূল্যায়ন করা হবে। এই পদ্ধতিতে আবেদনপত্র ছাড়াও ভর্তিচ্ছুদেরকে একটি পৃথক এসআই ফরম (স্টুডেন্টস ইনফরমেশন) পূরণ করতে হচ্ছে। সেই ফরম পূরণ করতে গিয়ে ভর্তিচ্ছুরা জটিলতার সম্মুখীন হয়েছে। সেখানে নামের কলামের সাথে অনেকের নাম মিলছে না। দেখা গেছে যে, অনেক ভর্তিচ্ছুর নাম ৭/৮ শব্দের। কিন্তু এসআই ফরমে নামের কলামে ৩/৪টির বেশী শব্দ লেখা যাচ্ছে না। কলামের বাইরে লেখার সুযোগও নেই। তাই কর্তৃপক্ষ নাম সংক্ষেপ করে লেখার পরামর্শ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর সার্টিফিকেটের নামের সাথে উল্লেখিত এসআই ফরমের নামের গরমিল হয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ আশঙ্কা করছেন, এক্ষেত্রে ভর্তি কার্যক্রমে জটিলতা সৃষ্টি হবে এবং নামের গরমিলের সুযোগে জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তির অবকাশ আছে।

অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা আরও জানান যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএসসি/এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তদের ভর্তি করা হয় না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর তাদের ভর্তি করা হচ্ছে। ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এসএসসি/এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষার যে কোনও একটিতে প্রথম বিভাগ ও অপরটিতে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তরা আবেদন করতে পারবে। এছাড়া উভয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্তরা ভর্তির যোগ্য। এক্ষেত্রে পয়েন্টভিত্তিক যোগ্যতা বিবেচনা করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী প্রথম বিভাগ ৩ পয়েন্ট, তৃতীয় বিভাগ ১ পয়েন্ট। আবার দ্বিতীয় বিভাগ ২ পয়েন্ট। সেজন্য ২টি দ্বিতীয় বিভাগ আর ১টি তৃতীয় বিভাগ ও অপরটি প্রথম বিভাগ একই কথা।

কিন্তু একাধিক শিক্ষক ইনকিলাব প্রতিনিধির কাছে আশংকা প্রকাশ করে বলেছেন, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বিভাগ ভর্তির কোন সুযোগ নেই। সে ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রতিক্রিয়া রহস্যজনক। তাদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে তৃতীয় বিভাগে এসএসসি/এইচএসসি উত্তীর্ণ পোষ্য আছে, তাদের আত্মীয়-স্বজন আছে। এছাড়া চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত কলেজগুলো থেকে চলতি বছর বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের পুনর্বাসনের একটি উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে কাজ করছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানের অবনতির আশংকা রয়েছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির সভাপতি ও প্রো-ভিসি ডঃ আবু ইউসুফ সকল আশংকা নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি ইনকিলাবকে জানান, যে কোন অনিয়ম ও জালিয়াত রোধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। অনিয়ম ও জালিয়াতি ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের ভর্তির ব্যাপারে তিনি বলেন, এটা কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য করা হয়নি। এটা সবার জন্য উন্মুক্ত। পয়েন্টের দিক থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় বিভাগ হিসাব করলে যে কোনও দুইটির মান সমান হয়। তিনি বলেন, কোন একটি পরীক্ষায় ঘটনা চক্রে তৃতীয় বিভাগ পেলে মেধাহীন মনে করার কারণ নেই। অন্যান্য পরীক্ষায় সে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতেও পারে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেধার মূল্যায়ন করতে চায়। এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তিনি জানান, এটা এককভাবে নেয়া হয়নি। ভর্তি কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভর্তি কমিটিতে সকল বিভাগীয় সভাপতি, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন অনুষদের ডীন এবং শিক্ষক মনোনীত প্রতিনিধিগণ আছে।